জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা (National Food Security)

আমাদের সংবিধানে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করার অধিকার (21 ধারা)। একইভাবে সংবিধানে 31(a) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এমনভাবে কীর্তি নির্ধারণ করবে যাতে প্রত্যেক নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার (adequate means of livelihood) ভোগ করতে পারে। আবার 47 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 2005-06 সালে প্রকাশিত জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সার্ভে প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের শতকরা 45 ভাগ অপুষ্টতা এবং তিন বছরের নীচে বয়স্ক শিশু এবং 50 বছরের নীচে বয়স্ক মহিলারা রক্তাল্পতায় ভুগছে।

Scanned with CamScanner

এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার 2013 সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (National Food Security Act) পাশ করান। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র দেশের সকল ব্যক্তির জন্য সরকারী উদ্যোগে খাদ্য সরবরাহ এবং এ সম্পর্কীত ব্যবস্থ গ্রহণ করা যাতে মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণের অধিকার সুরক্ষায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য সুনিশ্চিত করা যায়।

খাদ্য সুরক্ষার অধিকার (Right to Food Security)

খাদ্য সুরক্ষা আইনের (4 থেকে 10 অনুচ্ছেদ) প্রত্যেক নাগরিককে খাদ্য সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাদ্য সকলের জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য সুরক্ষা সম্পর্কে 'জীবন চক্র' (Life-cycle) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্ব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সঠিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সরকারের দায়িত্ব।

তাছাড়া, ছয় বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশু এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া, গৃহহীন ব্যক্তি, উদ্বাস্তু, বিপর্যয়ে পড়া মানুষদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। কোন ব্যক্তি বা পরিবার অনাহারক্লীষ্ট হলে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার (Right to Receive Subsidized Food Grains)

খাদ্যশস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দু'টি তালিকা করা হয়েছে—বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত এবং সাধারণ পরিবার। এইভাবে রেশন কার্ডও প্রস্তুত করা হয় এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গণবন্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System)

গণবন্টন ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্বে পরিচালিত। খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রত্যেক রাজ্যে এই সংগ্রহের জন্য বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে শস্য-ভান্ডারের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা উভয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shop) খোলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

Scanned with CamScanner

তাছাড়া, অনুদানপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের বিক্রয়, বন্টন, সংগ্রহ ও তদারকি করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

জাতীয় খাদ্য কমিশন (National Food Commission)

আইনে দু'টো প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে—কেন্দ্র স্তরে জাতীয় খাদ্য কমিশন এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য খাদ্য কমিশন।

জাতীয় খাদ্য কমিশন হল একটি যৌথ সংস্থা যার স্থায়ী পারম্পর্য এবং একটি সাধারণ সীলমোহর আছে। এটি এমন একটি সংস্থা যে মামলা করতে পারে এবং যার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

এই কমিশনে আছেন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য সচিব এবং পাঁচজন সাধারণ সদস্য। একটি নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এঁদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই নির্বাচন কমিশনে আছেন—

1. প্রধানমন্ত্রী (চেয়ার হিসাবে),
2. নোডাল এজেন্সীর মন্ত্রী,
3. লোকসভার বিরোধী দলের সদস্য, এবং
4. (ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, (খ) জাতীয় মহিলা কমিশন, (গ) জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, (ঘ) সিভিল রাইটস্ সংরক্ষণ কমিশন, (ঙ) তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য জাতীয় কমিশন, (চ) তপশিলি উপজাতিদের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানগণ।

জাতীয় খাদ্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং অন্য সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন নিম্নলিখিত সদস্যদের মধ্য থেকে—

(i) যিনি কেন্দ্রীয় কৃত্যকে কাজ করেছেন এবং খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, জনপরিষেবা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ,

(ii) আইন, মানবিক অধিকার, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজসেবা, খাদ্য নীতি বা জনপ্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞ সনামধন্য ব্যক্তি;

(iii) খাদ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন সম্পর্কে কাজকর্মে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি।

রাজ্য খাদ্য কমিশন

অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে একটি খাদ্য কমিশন (State Food Commission) আছে। একজন চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং পাঁচজন অন্য সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত। একটি নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যপাল এঁদের নিয়োগ করেন। এই নির্বাচন কমিশনে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী।

Scanned with CamScanner

কমিশনের মূল দায়িত্ব প্রকল্প রূপায়নে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। আইনের কোন বিধান ভঙ্গ হলে তা কমিশন অনুসন্ধান করে থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ নিবারণের জন্য দ্বিস্তর ব্যবস্থা আছে—জেলা নোডাল্ অফিসার এবং ব্লক পর্যায়ে একজন অফিসার। উপভোক্তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও নগর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে।

ভারতে গণবন্টন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাঁচ লাখের উপর ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shop) আছে। এই দোকানগুলি 330 মিলিয়ন দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্য সরবরাহ করে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। আর তা উপভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। উপভোক্তাদের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যম।

সরকারী বিপণন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা ও অপুষ্টির অভিযোগ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে। তাছাড়া, দরিদ্র শ্রেণীর লোক নির্ধারণ করা নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। সেজন্য গণবন্টন ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

উপসংহারে বলা যায় যে ভারতের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ লোককে প্রতি মাসে খুবই স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ভারত যুক্ত হল বিশ্বের কয়েকটি দেশের সঙ্গে যারা তাদের জনসংখ্যার অধিকাংশের জন্য খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করেছে।

Scanned with CamScanner